03 JUN 1990
05 JUN 1990
04 JUN 1990
04 JUN 1990
তারিখ ..
পৃষ্ঠা..

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

সমস্যা ও অনিয়ম বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে

॥ কাজী জাহেদুল ইসলাম ॥

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজমান সমস্যা ও অনিয়ম রাষ্ট্রপতি ঘোষিত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ জাতীয় সংসদের গত শীতকালীন অধিবেশনে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে একে সামাজিক আন্দোলনের রূপদান করেন। এই লক্ষ্যেই বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষা খাতে অতীতের তুলনায় বেশী ব্যয় বরাদ্দ করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের স্বার্থে তৎকালীন জনশিক্ষা পরিচালকের দফতরকে বিভক্ত করে আলাদাভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরিদর্শন শাখায় মাঠকর্মী ৬৮টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদ, ৪৪টি সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদ, ২৪টি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের [illegible] প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদ,

৭-এর পাতায় দেখুন

সমস্যা ও অনিয়ম বিরাট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৪৯০টি উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের পদ এবং ২১৩৪টি সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রশাসন ব্যবস্থাপনা, পরিচালনাসহ সকল বিষয়ে দায়দায়িত্ব হলো প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের উপর। এই অধিদফতরের মহাপরিচালক '৮৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবসরগ্রহণের পর পূর্ণ দায়দায়িত্বে নতুন কোন মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়নি। অধিদফতরের পরিচালক (প্রশাসন)ই অদ্যাবধি মহাপরিচালকের চলতি দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

অপরদিকে ৬৮টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদের মধ্যে মাত্র ১৪টি পদে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কর্মরত আছেন। বাকী ৫৪টি পদে বয়োজ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে একজন উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে নিজ বেতন স্কেলে সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদে পদোন্নতি দিয়ে তাদেরকে ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। দেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন যাবৎ এই পদটি শূন্য রয়েছে। এই পদে উপজেলা শিক্ষা অফিসার থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তাকে নিজ বেতন স্কেলে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে নিয়োজিত রাখা হয়েছে।

সৃষ্ট ২৪টি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদ ও ২৪টি সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদে এ পর্যন্ত লোক নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদে পদোন্নতির জন্য '৮৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর নিয়োগ বিধি তৈরী করা হয়। এই নিয়োগ বিধিতে পরিদর্শন শাখার কর্মরত কর্মকর্তাদেরে পদোন্নতির কোটা সীমিত করা হয়েছে। অপরদিকে পিটিআই-এর সহকারী সুপার, বিশেষজ্ঞ, সহকারী নিয়ন্ত্রক এবং অধিদফতরের গবেষণা ও শিক্ষা অফিসারদের পদোন্নতির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে পরিদর্শন শাখার কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। এ ছাড়াও শিক্ষার উপর প্রশিক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও জনৈক কর্মকর্তাকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীর মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

পিটিআই-এর প্রশিক্ষক ও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সরকারী শিক্ষক পদ দু'টি ননগেজেটেড। গেজেটেড পদে কোন ননগেজেটেড কর্মকর্তাকে নিয়োগ বা বদলী বিধি বহির্ভূত। সেক্ষেত্রে নারিন্দা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সরকারী শিক্ষিকা মিসেস রওশন আরা বেগমকে সরাসরি নিয়োগের শূন্যপদের বিপরীতে প্রথম শ্রেণীর পদ মর্যাদাসম্পন্ন মহানগরীর মোহাম্মদপুর থানা শিক্ষা অফিসার পদে এবং অধিদফতরের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী মাহবুবুর রহমানকে সুনামগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এর আগে মাহবুবুর রহমানকে শর্তসাপেক্ষে পিটিআই-এর প্রশিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। একইভাবে খুলনা পিটিআই-এর জনৈক প্রশিক্ষককে সহকারী সুপারের দায়িত্ব দিয়ে তাকে সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদে নিয়োগ করা হয়। পরে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের শূন্য পদে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এক্ষেত্রে একেবারেই নিয়ম বহির্ভূতভাবে সকলকে তিনটি পদোন্নতি দেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে বিভিন্ন কর্মকর্তা পদে কলেজ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের এদের প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই এবং প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা না থাকার কারণেই এসব অনিয়ম ঘটেছে বলে অভিজ্ঞমহলের ধারণা।

বিরাজমান শূন্য পদগুলোতে নতুন নিয়োগ বা পদোন্নতি না দিয়ে একই কর্মকর্তাকে একাধিক কর্মস্থলের দায়িত্বে রাখা হয়েছে। এতে বিভিন্ন প্রকার প্রশাসনিক জটিলতারই সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের মূল ভিত্তি ও মুখ্য কর্মকর্তা হলেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ। প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণসহ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে ধরে রাখার দায়িত্ব এই সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত। কিন্তু তারা সরকারী কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ১৯৮৯ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ১১১১/৪১৬ পিই. (উন্ন) স্মারক মতে অফিস নির্মাণ '৮৮ সালের ২৫শে জুন তারিখের ৪৬৯২/৫৮০ (বিদ্যা/ঢাকা) আদেশ মতে অফিসিয়াল কাজের সুবিধার্থে মাসপ্রতি মনোহারী দ্রব্য সরবরাহ এবং '৮৬ সালের ১৩ই মার্চ অনুষ্ঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মতে মাসপ্রতি দু'শ' টাকা ভ্রমণ [illegible] পরিচালনার

সাইকেল, আনুষঙ্গিক খরচ, অফিস নির্মাণ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণকে প্রত্যহ দু'টি স্কুলে পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। এজন্য তাদেরকে প্রত্যহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়ে যাওয়ার পর প্রশাসনিক কাজের জন্য সদর দফতরে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। এ উদ্দেশ্যে এসব কর্মকর্তাকে মোটর সাইকেল প্রদানের আশ্বাস দেয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। অন্যদিকে ফ্যাসিলিটিস বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের কাজের দায়িত্ব ও প্রকৃতি সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে মোটর সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য বিভাগে বিভাগীয় প্রার্থীদের বেলায় সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে শতকরা ৮০ ভাগ কোটা মেনে চলা হয়। কিন্তু সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের নিয়োগ বিধিতে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

কোন প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাকে 'ওএসডি' করার আগে আইনগত কিছু বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু মীরপুর ও রমনা থানার শিক্ষা অফিসারদ্বয়কে বিধি মোতাবেক যথাযথভাবে ব্যবস্থা না নিয়েই 'ওএসডি' করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ঢাকাতে নিয়োজিত রাখা হয়েছে।

চারটি বিভাগীয় সদরে ১১ কক্ষবিশিষ্ট বেশকিছু ৪তলা বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু এর অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর অভাবে কক্ষসমূহ অব্যবহৃত থাকছে। অথচ অধিক শিক্ষার্থী অধ্যুষিত এলাকায় এমনসব দ্বিতল বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের ঠাঁই মেলে না। বারান্দা ও গাছের ছায়ায় বসে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ করতে দেখা যায়। স্থানীয় কর্মকর্তাদের মতামত গ্রহণ না করে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করাতে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে এ পর্যন্ত অধিদফতর থেকে কোন ম্যানুয়াল তৈরী করা হয়নি। যার ফলে অভিভাবক সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

কোন বিশেষ সংগঠন ও মহলের ব্যক্তিগত পত্র ও টেলিফোনে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের হয়রানিমূলক বদলী করা হচ্ছে। এছাড়া অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টেক্সট বুক বোর্ডের অনুমোদন বহির্ভূত পুস্তকাদি পাঠ করা হচ্ছে এবং অবিভক্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীতে পরীক্ষা নেবার ও পরীক্ষার ফি আদায় সরকারীভাবে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তা অহরহ হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও বিশেষ সংগঠনের যৌথ সত্তার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ওই সংগঠনের কাছে জিম্মি হয়ে আছে।